



## 130080 - বাসার খরচপাতনিয়মে বিবাদমান দম্পতির প্রতি উপদশে

### প্রশ্ন

প্রশ্নকারী বোন বলছেন: তিনি কয়কে বছর ধরে সৌদি আরবে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। আগে তার ভাই তার সাথে সৌদিতে আসত। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার ভাইয়ের বদলে তার স্বামী তার সাথে সৌদিতে এসেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি সন্তান দিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ। আমার স্বামী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি পাওয়ার চেষ্টা করছেন; কিন্তু কোন চাকুরি পাননি। অবশেষে আমরা যখনে থাকি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে একটি মার্কেটে চাকুরি নিলে। আর পরিবারে খরচ নিয়মে মতবিরোধ শুরু হয়। আমার উপর কি আবশ্যকীয় যে, আমি পরিবারে খরচ বহন করব? যাহেতু আমার স্বামী বলছেন যে, যদি আমি পরিবারে খরচ না দিই তাহলে আমি কোন ধরণে চাকুরি করতে পারব না? আমি চাকুরি করার বনিমিমে যে বতেন পাই স্টোতে কি আমার স্বামীর কোন অধিকার আছে? যদি আমাকে পরিবারিক খরচ বহন করতে হয় তাহলে আমি কত পারসেন্টে বহন করব, আর আমার স্বামী কত পারসেন্টে বহন করবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চাকুরি ও রযিকি সন্ধানের উদ্দেশ্যে যে স্বামী-স্ত্রী বিদেশে এসেছেন পরিবারিক খরচাদি সংক্রান্ত এ মাসয়ালাটির ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মাঝে সমঝোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়; বিবাদ-বিসম্বাদ নয়। কার উপর কতটুকু আবশ্যিক স্টো অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দরকার। যদি স্বামী আপনার উপর শর্তারোপ করে থাকে যে, পরিবারে খরচ আপনি ও স্টো উভয়ে বহন করবে; নচেৎ স্টো আপনাকে চাকুরি করতে দিবে না; তাহলে মুসলমানদের তাদের শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যকীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “মুসলমানরো তাদের শর্তাবলির উপর অটল। শুধু এমন কোন শর্ত ছাড়া; যে শর্ত কোন হালালকে হারাম করে কিংবা কোন হারামকে হালাল করে”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “যে শর্তের মাধ্যমে নারীর যটনাঙ্গ হালাল করা হয় স্টো শর্ত পূরণ করা অধিক তাগদিপূরণ”। অতএব, আপনারা দুইজন আপনাদের শর্তের উপর অবচলি আছেন; যদি আপনাদের মাঝে এমন কোন শর্তারোপ ঘটে থাকে।

যদি আপনাদের মাঝে এ ধরণে কোন শর্তারোপ না ঘটে থাকে তাহলে পরিবারে খরচ বহন করার দায়িত্ব পুরুষের উপর। ঘরে খরচ বহন করার দায়িত্ব নারীর ওপর নয়। পুরুষই খরচ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বিত্তবান ব্যক্তির বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে” [সূরা ত্বালাক; আয়াত: ৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণ দায়িত্ব তোমাদের উপর আবশ্যকীয়”। সুতরাং খরচাদির দায়িত্ব স্বামীর উপর। স্বামীই ঘরে প্রয়োজনীয়



জনিসিপত্র ও জীবনোপকরণ নজিরে জন্ম, স্ত্রীর জন্ম ও সন্তানদরে জন্ম সংগ্রহ করবে। স্ত্রীর উপার্জন ও বতেন তার নজিরে জন্ম। কনেনা স্ত্রী তার কর্ম ও পরিশ্রমেরে বনিমিয়ে বতেন পায়। স্বামী তও তার সাথে এমন কোন শর্ত করনে য়ে, খরচাদরি দায়ত্ব তার উপরে, কথ্বা খরচাদরি অর্ধকেরে দায়ত্ব তার উপরে কথ্বা এ রকম অন্য কোন শর্ত। আর যদি এ রকম কোন শর্ত করে থাকে তাহলে ইতপূর্বে যমেনটি উল্লখে করা হয়েছে মুসলমানরো তাদরে শর্তরে উপর অটল। আর যদি তনি আপনার সাথে এর ভিত্তিতে সম্পর্ক করে থাকনে য়ে, আপনি শিক্ষিকা, আপনাকে পাঠদান করতে হবে এবং এতে তনি রাজি হয়ে থাকনে তাহলে তাকে এটা মনে যতে হবে, এটা নিয়ে ববিাদ করতে পারবনে না। আপনার বতেন আপনারই। তবে আপনি যদি খুশমিনে বতেনরে কিছু অংশ তাকে দনে তাহলে সটো হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা যদি খুশমিনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছড়ে দেয়ে তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খতে পার।”[সূরা নসিা, আয়াত: ৪]

আপনার উচতি বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেওয়া। আমি আপনাকে পরামর্শ দচ্ছি য়ে, আপনি আপনার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্ম বতেনরে কিছু অংশ তাকে দনি; যাতে করে ববিাদ মটিে যায় এবং সমস্যা নরিসন হয়। যাতে করে আপনারা দুইজন স্বস্বত্বিতে, আনন্দে ও নশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করতে পারনে। আপনারা দুইজন বতেনরে অর্ধকে বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা অন্য কোন অংশরে উপর একমত হতে পারনে; যাতে করে সংকট মটিে যায়, আপনাদেরে মাঝে ববিাদেরে পরবির্তে ঐক্য, স্বস্বত্বি ও মানসিক প্রশান্তি ফিরিে আসে।

যদি এভাবে সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে কোর্টরে শরণাপন্ন হতে পারনে। আপনারা য়ে দেশে অবস্থান করছনে সে দেশে মামলা দায়রে করতে কোন বাধা নহে। শরীয়া কোর্ট য়ে রায় দবিে ইনশাআল্লাহ সটো যথেষ্ট।

কনিত্তু, আপনাদেরে উভয়েরে জন্ম আমার পরামর্শ হচ্ছে—আপনারা সমঝতোা করুন, ববিাদ বর্জন করুন এবং মামলা দায়রে করা থেকে বরিত থাকুন। আপনি আপনার স্বামীকে কিছু সম্পদ দতিে রাজি হয়ে যান; যাতে করে সমস্যা মটিে যায়। কথ্বা আপনার স্বামী যনে মনে যায়। আল্লাহ তার কসিমতে যা রখেছনে সটোর উপর সন্তুষ্ট থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে এবং আপনার বতেনরে পুরাটুকু আপনারই সটো মনে যায়, আপনার বতেনরে প্রতি নিজর না দেয়ে। আপনাদেরে দুইজনেরে মাঝে এমনটাই হওয়া উচতি। কনিত্তু, আমি পরামর্শ দচ্ছি এবং বারবার বলছি আপনি আপনার বতেনরে কিছু অংশ তাকে দতিে সম্মত হোন; যাতে করে সে খুশি হয় এবং আপনারা পরস্পর কল্যাণরে কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করতে পারনে। ঘর তো আপনাদেরে উভয়েরে ঘর, সন্তানরো তো আপনাদেরে উভয়েরে সন্তান। সব জনিসি তো আপনাদেরে দুইজনেরেই। তাই আপনার জন্ম বাঞ্ছনীয় হবে বতেনরে কিছু অংশ তাকে দেওয়া; যাতে করে সমস্যা মটিে যায়। আল্লাহ সকলকে তাওফকি দনি।[সমাপ্ত]